তারিখ 28 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

www.ea

## বিডিআর বিদ্রোহ : সরকারি তদন্ত রিপোর্টের সারসংক্ষেপ

# নেপথ্যের কুশীলবদের চিহ্নিত করতে আরও তদন্ত প্রয়োজন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিডিআর বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ নির্ণয় এবং নেপথ্যের কুশীলবদের চিহ্নিত করতে আরও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা তদন্তে সরকার গঠিত কমিটি। কমিটির তদন্তে বিদ্রোহের প্রাথমিক কারণ হিসেবে বিডিআর সদস্যদের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে নেপথ্য থেকে কুশীলবরা সৈনিকদের এ ক্ষোভ কাজে লাগিয়ে চেইন অফ কমান্ড ধ্বংস করে বিডিআরকে অকার্যকর, নবনির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল।

গতকাল বিকেল ৪টায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ ব্রিফিং এ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়। ৭ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনটি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন কমিটির প্রধান আনিস-উজ-জামান। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমদ সোহেল তাজ, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান সরকার, বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম, তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব গোলাম হোসেনসহ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সরকারি তদন্ত কমিটির এ প্রতিবেদনে স্বল্পমেয়াদি ৮ নফা ও দীর্ঘমেয়াদি ১৫ নফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বিডিআর বিদ্রোহের প্রাথমিক কারণ হিসেবে বিডিআর সদস্যদের সেনা কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার মানসিকতা, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অসন্তোষ, কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল জীবন-যাপন ও স্কুল পরিচালনায় দুর্নীতিসহ সৈনিকদের দাবি-দাওয়া আদায় না হওয়াকে চিহ্নিত করা হলেও এমন মামুলি দাবির জন্য এত বড় একটি নারকীয় ঘটনা ঘটতে পারে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে সাংঘর্ষিক অবস্থানে

প্রয়োজন : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ২

### দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

* বিডিআর পুনর্গঠন। বিডিআরের চাকরি সামরিক বাহিনীর আদলে পুনর্বিন্যাস।
* সামরিক-আধাসামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা বেতন ভাতায় ভারসাম্য আনা।
* সংবেদনশীল এলাকায় মোবাইল টেলিফোন, ট্রান্সমিশন টাওয়ার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।
* মূল কুশীলবদের শনাক্ত করতে আরও তদন্তের ব্যবস্থা।
* অর এসইউসহ সকল গোয়েন্দা সংস্থার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স গঠন করা।

### বিদ্রোহীরা পালাল যাদের সহায়তায়

* বিএনপির সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার সুরাইয়া বেগম, তার দুই ছেলে, স্থানীয় সন্ত্রাসী মাসুদ, সন্ত্রাসী কেয়ার লিটন এবং সাবেক সাংসদ নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু।

### বিদ্রোহের নেতৃত্বে কারা

* ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি হাবিব, ডিএডি জলিল, ডিএডি নাসির, ডিএডি রহিম, সুবেদার মেজর গোফরান, নায়েক সুবেদার মনোরঞ্জন, হাবিলদার মনিরুজ্জামান, সিপাহি সেলিম রেজা, সিপাহি তারেক, সিপাহি আইয়ুব, সিপাহি কাজল, সিপাহি সাহাবুদ্দিন, সিপাহি মাইনুদ্দীন, সিপাহি হাবিব ও সিপাহি মুহিত।

### কেন বিদ্রোহ

* সেনা কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার মানসিকতা। নিজস্ব অফিসার নিয়োগসহ সীমান্ত ভাতা বৃদ্ধি, জাতিসংঘ মিশনে প্রেরণ, সেনাবাহিনীর আদলে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের দাবি।
* ডাল ভাত কর্মসূচি ও বিডিআর শপ পরিচালনায় অস্বচ্ছতা, কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন, দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ।
* দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে ডিজিসহ কর্মকর্তাদের জিম্মি করার পরিকল্পনা।
* চেইন অফ কমান্ড ধ্বংস করে বিডিআরকে অকার্যকর করা, সেনাবাহিনীর ক্ষতি করা এবং নবনির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করা।

### স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

* বিচারকাজ সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা।
* বিডিআরের কমান্ড ও কন্ট্রোল পুনরুদ্ধার করা।
* নিহত সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের পরিবারকে পুনর্বসন করা।
* অবিলম্বে একটি জাতীয় সন্ত্রাস মোকাবেলা কমিটি গঠন।

### সামরিক অভিযান কেন ঠিক হতো না

* পিলখানার লেআউট, বিদ্রোহীদের সংখ্যা ভারি অস্ত্রশস্ত্র, জিম্মিদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা ছিল না।
* ঘনবসতি এলাকায় সামরিক অভিযানে ব্যাপক বেসামরিক জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি।
* সকার বাইরে সব ইউনিটে খবর ছড়িয়ে পড়লে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো।

### হত্যাযজ্ঞ

* সকাল ১১টার মধ্যেই অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়।
* নিহত ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ৫২ জনকে দরবার হল ও তার আশপাশের এলাকায় এবং বাকি ৫ জনকে অন্যান্য স্থানে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহে ৯ জন বিডিআর সদস্য নিহত হন।